হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলজিইডি ভবন (লেভেল-১১) আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Tel : 880 2 58155581; 880 2 58151387; Fax: 880 2 58155581, Email: pd.hfmlip@lged.gov.bd;
For more information visit:http://www.lged.gov.bd/ProjectLibrary.aspx?projectID=290

আমাদের ঐক্য আমাদের সংগঠন
আমাদের সংগঠন আমাদের শক্তি
আমাদের জলাভূমি আমাদের সম্পদ
আমাদের সম্পদ আমাদের উন্নয়ন
আমাদের উন্নয়ন দেশের উন্নয়ন

ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নভেম্বর, ২০১৭

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বার্তা

দেশের সমৃদ্ধি ও সরকারের রূপকল্প ২০২১ও ২০৪১ বাস্তবায়নের আলোকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সরকারের এ মহতী লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি, মৎস্য তথা প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং এর উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাইকার আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক আট বছর মেয়াদী প্রকল্পটি সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্র ক্লিষ্ট জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতাধীন হাওর অঞ্চলের বিল নির্ভরশীল দরিদ্র মৎস্যজীবিদের সংগঠিত করে সমাজভিত্তিক সংগঠন তথা বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) গঠন পূর্বক তাদের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম চলছে। এ সংগঠনভুক্ত প্রতিটি সদস্যকে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে আপদকালীন সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ সহায়তার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, এ আপদকালীন ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করব এ নির্দেশিকায় বর্ণিত পর্যায় ক্রমিক ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে ক্ষতিপূরণ মূলক বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হবে যার মাধ্যমে বিল নির্ভরশীল দরিদ্র মৎস্যজীবি পরিবারসমূহ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। আমার বিশ্বাস, টেকসই সমাজভিত্তিক বিল ও হাওর ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ মূলক বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর জন্য প্রণীত এ নির্দেশিকাটি কাংখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনবে এবং প্রকল্পভুক্ত বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের দরিদ্র মৎস্যজীবি পরিবার সমূহের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

প্রকল্প পরিচালক
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বিগত ২০১৪ সন থেকে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চলে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এ প্রকল্পের "মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন" অঙ্গের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা।

প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মূলমন্ত্র হলো সম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি সম্পদের সর্বকালীন প্রাচুর্য্যতা বজায় রেখে সহনশীল মাত্রায় সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করা। আর সে কারণেই মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ আইনের সহায়তায় নিয়ন্ত্রিত মৎস্য সম্পদ আহরণ করা একান্তই জরুরী। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নকালে বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্যজীবিদেরকে মৎস্য আহরণ থেকে বিরত রাখা হয়। মৎস্য সম্পদ আহরণে সরকার ঘোষিত বিধি নিষেধ ও আহরণ বন্ধকালীন সময়ে মাছ আহরণ করতে না পারায় মৎস্যজীবিগণ অনেক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীণ হয়। ফলে এ সময়ে তাদের পরিবারের স্বাভাবিক জীবন জীবিকা পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়ায়। তাই মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে সৃষ্ট ক্ষতিসমূহ পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মৎস্যজীবিদেরকে বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আপদকালীন সময়ে ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পভূক্ত সকল বিলের নির্ভরশীল মৎস্যজীবিদেরকে সংগঠিত করে সমাজভিত্তিক সংগঠন তথা বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সফল বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য এ সকল বিইউজি এর সকল সদস্যকে পর্যায়ক্রমে বর্ণিত ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। উক্ত কর্মসূচীর সফল ও কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ এবং অভীষ্ট সুফলভোগীগণ এ নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে কাংক্ষিত ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আশা করি প্রকল্পের উদ্যোগে উক্ত কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দারিদ্রক্লিষ্ট মৎস্যজীবিগণ মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ের সৃষ্ট অসহায়ত্ব কাটিয়ে উঠবে এবং তাদের জীবনমানের উত্তরোত্তর উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে।

নজরুল ইসলাম

পরিভাষা

বিইউজি	ঃ	বিল ব্যবহারকারী দল যারা 'সাধারণ পরিষদের সদস্য' বলে গন্য হবে।
বিল	ঃ	প্লাবনভূমির গভীরতর অংশ যেখানে মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের বেঁচে থাকার মত নূন্যতম গভীরতায় সারা বৎসর বা বছরের কিছু সময় পানি থাকে।
মৎস্য সংরক্ষণ আইন	ঃ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের The protection and conservation of fish, 1950 & Amendment, 2002.
হাওর	ঃ	পাহাড়ী পাদদেশ এলাকার দুই বা ততোধিক নদীর উপত্যকায় অবস্থিত নিচু প্লাবনভূমি অঞ্চল যা বছরের ৬-৭ মাস প্লাবিত অবস্থায় থাকে।
ত্রিপক্ষীয় চুক্তি	ঃ	প্রকল্প, বিইউজি এবং সুফলভোগীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা।
PRA	ঃ	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা।
Random Sampling	ঃ	বিশেষ পছন্দ ব্যাতিরেকে এলোপাতাড়িভাবে নমুণায়ন করা।
ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প আয়	ঃ	মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে সৃষ্ট ক্ষতিসমূহ পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মূল কার্যক্রমের বাহিরে সুবিধামত অতিরিক্ত কাজের মাধ্যমে অর্জিত আয় ।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	প্রেক্ষাপট	১
২	ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প অর্থ উপার্জন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য	১
৩	কারা সুফলভোগী হতে পারবেন	১
৪	সুফলভোগী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়	২
৫	সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	২
৬	কার্যক্রম পরিচালনা	৩
৭	সম্ভাব্য বিকল্প কার্যক্রম	৩
৮	কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রনয়ণ	৪
৯	প্রাক্কলন তৈরী, অনুমোদন ও অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া	৪
১০	চুক্তি স্বাক্ষর, ব্যাংক হিসাব খোলা ও অর্থ বিতরণ প্রক্রিয়া	৫
১১	মেয়াদকাল	৬
১২	সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৬
১৩	সুফলভোগী ব্যবস্থাপনা	৭
১৪	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	৭

সংযোজনী নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	সুফলভোগী নির্বাচন ছকপত্র	৮
২	বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রনয়ন ছক	৯
৩	ত্রিপক্ষীয় চুক্তিনামা	১১

প্রেক্ষাপট

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভূক্ত বিল নির্ভরশীল দরিদ্র মৎস্যজীবিদের সংগঠিত করে বিল ব্যবহারকারী সংগঠন তথা Beel User Group (BUG) গঠন করা হয়েছে। এদের অধিকাংশই হত দরিদ্র। মৎস্য আহরণের মাধ্যমেই তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয়। প্রকল্পভূক্ত এবং বিইউজি-এর নিকট হস্তান্তরিত বিলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্যে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন সাধনই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু মৎস্য আইনের বিধান অনুযায়ী বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় বিলে মাছ আহরণ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাছ ধরাই যেহেতু তাদের মূল পেশা তাই মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে মাছ ধরতে না পারায় তারা পরিবার পরিজন নিয়ে জীবিকা নির্বাহে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বিইউজি সদস্যদের জন্য ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহের উপায় সৃষ্টি কল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সংস্থান রয়েছে। এ লক্ষ্যে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে মৎস্যজীবিদের বিকল্প উপায়ে জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই নির্দেশিকাটি প্রণীত হল।

ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প অর্থ উপার্জন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিইউজি সদস্যদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সুযোগ করে দেয়া যাতে করে তারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বিধি নিষেধ মেনে চলতে অনুপ্রানিত হয়।

তাছাড়া এ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমুহ নিম্নরূপঃ

- ➢ হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে মৎস্য সম্পদের উপর আহরণজনিত চাপ কমানো;
- ➢ মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিকল্প উপায়ে অর্থ উপার্জনের সাময়িক সুযোগ করে দেয়া;
- ➢ বিইউজি সদস্যদের পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- ➢ মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ণ করা।

কারা সুফলভোগী হতে পারবেন

প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলের বিল ব্যবহারকারী সংগঠন তথা বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) এর সকল সদস্য / সদস্যাগণ ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প আয় বৃদ্ধি কার্যক্রমের সুফলভোগী হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে প্রাথমিক অবস্থায় বিইউজি এর সকল মহিলা এবং অধিকতর দরিদ্র সদস্যগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সুফলভোগী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

প্রাথমিক অবস্থায় বিইউজি এর মহিলা সদস্যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হবেন। অধিকতর দরিদ্র পুরুষ সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে

নিম্নবর্নিত বিষয়সমূহ অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে-

- বসতবাড়ী ছাড়া তাদের আবাদযোগ্য জমি ০২(দুই) একরের নীচে হতে হবে;
- তাদের মাসিক আয় ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকার উর্দ্ধে নয়;
- মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে তার পরিবারের অন্য কোন সুনির্দিষ্ট আয়ের সুযোগ নাই।

বর্ণিত তথ্যাদির আলোকে বিইউজি এর সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিজন পুরুষ সুফলভোগী নির্বাচন করতে হবে।

সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

- প্রকল্পের মাঠকর্মীগণ ইতোমধ্যে পরিচালিত পিআরএ-এর তথ্যাবলীর আলোকে এবং বিইউজি/বিএমসি-এর সহায়তায় চিহ্নিত দরিদ্র সদস্য / সদস্যাদের মধ্য হতে সুফলভোগী নির্বাচন করে সংযোজনী ঃ ১- এ বর্ণিত ছক মোতাবেক একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করবেন। চিহ্নিত সুফলভোগীদের সাথে আলোচনাক্রমে তাঁদের চাহিদা/পছন্দের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম ছক পত্রের নির্দিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

  প্রকল্পের উপজেলা পর্যায়ের এসও (মৎস্য), এসএমএস (মৎস্য), জেলা পর্যায়ের এফএস (মৎস্য) এবং সিআরএমসিই বিইউজি-এর সাথে আলোচনাক্রমে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুফলভোগী ও কার্যক্রম নির্বাচনে মূল ভূমিকা পালন করবেন।
- উক্ত প্রাথমিক তালিকা বিইউজি-এর পরবর্তী মাসিক সভায় উপস্থাপন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন পূর্বক একই ছকপত্র ব্যবহার করে সর্ব সম্মতিক্রমে চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং তা সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকতে হবে। এ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের ডিএসএম পরামর্শকগণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে মাঠ পরিদর্শন করে সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- সংযোজনী:২ মোতাবেক নির্বাচিত সুফলভোগীদের ক্ষতিপূরণ মূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রস্তাবনা আকারে মাঠকর্মীর স্বাক্ষরসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করতে হবে।

- উপজেলা প্রকৌশলী প্রস্তাবিত তালিকা প্রয়োজনীয় (সংযোজনী ১ ও ২) যাচাই বাছাই করে তাঁর মতামত সহ সুপারিশ আকারে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন।
- নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যক্রমের পরিকল্পনাসহ প্রস্তাবিত তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ম্যানেজমেন্ট অফিস, এলজিইডি, ঢাকায় প্রেরণ করবেন।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও ডিএসএম পরামর্শকগণ Random Sampling পদ্ধতিতে মাঠ পরিদর্শন করে সুফলভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- সকল পর্যালোচনা ও পরীক্ষান্তে প্রকল্প পরিচালক প্রস্তাবিত কার্যক্রমের পরিকল্পনাসহ নির্বাচিত সুফলভোগীদের তালিকার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন।

কার্যক্রম পরিচালনা

বিইউজির মাধ্যমে বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রকল্পের পক্ষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট বিইউজি ও সুফলভোগীর মধ্যে সংযোজনী-৩ মোতাবেক একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। প্রকল্প কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সংশ্লিষ্ট বিইউজি-এর ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করবেন। অতঃপর বিইউজি নির্বাচিত সদস্যদের মাঝে তাদের কাংখিত কার্যক্রমের অনুকূলে অনুমোদিত অর্থ সহায়তা উপজেলা প্রকৌশলী/প্রকল্প প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিতরণ করবেন।

প্রাথমিক অবস্থায় বিইউজি এর সদস্য/সদস্যাগণকে এককভাবে সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য বিইউজি-এর সহযোগিতায় ক্ষতিপূরণ মূলক বিকল্প আয় বৃদ্ধির জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে। সুফলভোগীগণ বাধ্যতামূলক ভাবে তিন বৎসর উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষনিকভাবে সুফলভোগীদেরকে সহায়তা প্রদান করবেন। প্রতি বৎসরান্তে কাজের লভ্যাংশ সুফলভোগীগণ নিজে ভোগ করবেন। তৃতীয় বৎসর শেষে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ সুদ বিহীন অবস্থায় সুফলভোগীগন বিইউজিতে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন। বিইউজি উক্ত অর্থ পূনরায় অপর একজন সদস্যকে বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করতে পারবে অথবা দলগতভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সাধারণ ঘূর্ণায়মান তহবিলে জমা রাখতে পারবে। দ্বিতীয় সুফলভোগীকে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হলে একইভাবে নির্দিষ্ট সময় পর উক্ত অর্থ বিইউজিতে ফেরৎ প্রদান করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তির শেষ বৎসরে অথবা তার পূর্বেই সংগঠনের বিলোপ সাধন ঘটলে উক্ত অর্থ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে ও উপস্থিতিতে সংগঠনের সকল সদস্যদের মাঝে সমভাবে বন্টন করা হবে।

সম্ভাব্য বিকল্প কার্যক্রম

প্রকল্পভূক্ত পাঁচটি জেলার ভৌগলিক ও সমাজগত অবস্থা, কাঁচামালের উৎস্য, সম্ভাব্য বাজার সংযোগ

(Backward and Forward Market Linkages) ইত্যাদি বিবেচনায় জেলা ভিত্তিক ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে সামগ্রিক বিবেচনায় প্রকল্পভূক্ত পাঁচটি জেলার জন্য প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প কাজগুলো হবে নিম্নরূপঃ

১. হাঁস/মুরগী/কবুতর প্রতিপালন ও খামার পরিচালনা;
২. ছাগল/ভেড়া প্রতিপালন ও খামার পরিচালনা;
৩. গরু মোটাতাজা করণ/ দুগ্ধবতী গাভী পালন;
৪. টেইলারিং/কাপড়ের ব্যবসা;
৫. নার্সারী/ জলজ বৃক্ষের চারা উৎপাদন;
৬. মাছের পোনার নার্সারী/পুকুরে মাছ চাষ;
৭. শুটকি/প্রক্রিয়াজাত মাছ তৈরী;
৮. বাঁশ ও বেতের পণ্য তৈরী ও ব্যবসা;
৯. জাল তৈরী/মাছ ধরার অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরী ও ব্যবসা;
১০. নৌকা/রিক্সা/ভ্যান ক্রয় ও চালনা;
১১. অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসা
১২. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ;
১৩. শামুক, কাঁকড়া ইত্যাদির চাষ;
১৪. ছোট ছোট শিল্প।

উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদনের সময় একনেক সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক হাওর অঞ্চলের প্রকল্প এলাকায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, শামুক, কাঁকড়া ইত্যাদির চাষ এবং ছোট ছোট শিল্প গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্নিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত কাজগুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বর্নিত ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহের কাজগুলোর মধ্যে সুফলভোগীর চাহিদা, দক্ষতা, সম্ভাব্য বাজার চাহিদা ও বাজার সংযোগ, কাঁচামালের উপকরণ প্রাপ্তির উৎস, ভৌগলিক ও পরিবেশগত অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে সুফলভোগীর সাথে আলোচনা করে তার জন্য প্রযোজ্য সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প অর্থ উপার্জন কার্যক্রম নির্বাচন করতে হবে।

কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রকল্পের মাঠকর্মীদের সহায়তায় সংযোজনী:২ মোতাবেক সুফলভোগী তার নিজ নিজ ক্ষতিপূরণ মূলক বিকল্প কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবেন।

প্রাক্কলন তৈরী, অনুমোদন ও অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া

ক. কার্যক্রমটি নির্বাচিত হওয়ার পর উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে প্রকল্পের মাঠ কর্মীদের

সহযোগিতায় বর্নিত কাজটি বাস্তবায়নের জন্য সংযোজনী-২ মোতাবেক একটি প্রাক্কলন তৈরী করতে হবে।

খ. প্রাক্কলন তৈরীর পর তা অনুমোদনের জন্য জেলা বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে। জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের প্রকল্প সমন্বয়কারী উক্ত প্রাক্কলন নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

গ. প্রকল্প পরিচালক নির্বাহী প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন। অতঃপর উপজেলা প্রকৌশলী, বিইউজি এবং সুফলভোগীর মধ্যে সংযোজনী-৩ মোতাবেক একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তিনামা স্বাক্ষর হবে। নির্বাহী প্রকৌশলী উপজেলা প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট বিইউজি-এর ব্যাংক হিসাব নম্বরে সরাসরি প্রেরণ করবেন।

ঘ. বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের ব্যাংক হিসাব হতে উক্ত অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের বিল ব্যবহারকারী সংগঠন পরিচালনা নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৯ এর ধারা-৩(খ) মোতাবেক অর্থাৎ (বিইউজি এর নিজস্ব তহবিল অথবা প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ) বিইউজি'র সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যবিবরনী বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী ও জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারীর অনুমোদনের ভিত্তিতে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

ঙ. অতঃপর বিইউজি উহার একাউন্ট হতে অর্থ উত্তোলন করে উপজেলা প্রকৌশলী/প্রকল্প প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নির্বাচিত সদস্যদের মাঝে আর্থিক সহায়তার অর্থ বিতরণ করবেন।

চ. সুফলভোগী উপজেলা প্রকৌশলী অথবা প্রকল্পের মাঠকর্মী ও বিইউজি-এর তত্বাবধানে তার অনুমোদিত কার্যক্রমের পরিকল্পনা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে অর্থ ব্যয় করে তার কার্যক্রম ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করবেন।

ছ. প্রদত্ত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে সুফলভোগী ব্যয় করবেন এবং নিজ দায়িত্বে তার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবেন। এ বিষয়ে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সুফলভোগীদেরকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন।

জ. প্রাক্কলিত সমূদয় অর্থ এক কিস্তিতে প্রদান করা হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর, ব্যাংক হিসাব খোলা ও অর্থ বিতরণ প্রক্রিয়া

প্রকল্প পরিচালক নির্বাহী প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন। অতঃপর অনুমোদিত কার্যক্রম ভিত্তিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভীষ্ট সুফলভোগীর সাথে

প্রকল্পের পক্ষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট বিইউজি ও সুফলভোগীর মধ্যে সংযোজনী-৩ মোতাবেক একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হবে। চুক্তি সাক্ষরের পর উপজেলা প্রকৌশলী অর্থ বরাদ্দের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট চাহিদা পত্র দেবেন। তদানুযায়ী উপজেলা প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিইউজি-এর ব্যাংক হিসাব নম্বরে সরাসরি প্রেরণ করবেন। অতঃপর বিইউজি উহার একাউন্ট হতে অর্থ উত্তোলন করে উপজেলা প্রকৌশলী/প্রকল্প প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নির্বাচিত সদস্যদের মাঝে আর্থিক সহায়তার অর্থ বিতরণ করবেন।

মেয়াদকাল

কার্যক্রমের মেয়াদকাল হবে ০৩ (তিন) বছর। নির্বাচিত সুফলভোগী নীতিগতভাবে ০৩ (তিন) বছর তার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত সুফলভোগীদেরকে প্রয়োজনীয় উৎপাদন খরচ প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। তৃতীয় বছর শেষে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সুফলভোগীগণ বিইউজি-কে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবেন। বিইউজি প্রয়োজনে উক্ত ফেরৎ অর্থ তাদের সাধারণ ঘূর্ণায়মান তহবিলে (Revolving Fund) জমা রাখবে অথবা উক্ত অর্থ তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দলগতভাবে অথবা একক ভাবে (বিইউজি এর সকল সদস্যগণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক) বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারবে। প্রকল্প সমাপ্তির শেষ বৎসর বা তার পূর্বেই কোন সংগঠনের বিলোপ সাধন ঘটলে উক্ত অর্থ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের তদারকিতে সকল সদস্যদের মাঝে সমভাবে বন্টন করা হবে।

সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

সুফলভোগীদেরকে তাদের নির্বাচিত কার্যক্রমের উপর দক্ষতা উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও প্রশিক্ষক ব্যবহার করা হবে অথবা প্রকল্পের পরামর্শকগণ এসকল প্রশিক্ষণ সামগ্রীর আলোকে চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করবেন। প্রকল্পের জেলা প্রকল্প সমন্বয় অফিস যথাযথ যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সহায়তায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করবেন। আলোচ্য প্রশিক্ষণ ব্যয় প্রকল্পের নির্ধারিত প্রশিক্ষণ খাত হতে অথবা ডিএসএম অংশের নির্ধারিত খাত হতে নির্বাহ করা হবে। অনুরূপভাবে, সুফলভোগীদের দক্ষতা আরো শাণিত করার উদ্দেশ্যে তাদের জন্য শিক্ষা সফরেরও আয়োজন করা হবে।

প্রশিক্ষণ শেষে সুফলভোগীদের নির্বাচিত বিকল্প আয়বৃদ্ধিমুলক কাজের উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রশিক্ষণ সামগ্রী বা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা সরবরাহ করা হবে এবং উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী সুফলভোগীগণ তাদের নিজ নিজ বিকল্প উপায়ে অর্থ উপার্জনের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রকল্পের মাঠকর্মীগণ এসব বিষয়ে সুফলভোগীগণকে সার্বক্ষনিক প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা পেতে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন।

সুফলভোগী ব্যবস্থাপনা

কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে একক সুফলভোগী নির্বাচিত হবে। তবে পর্যায়ক্রমে দলগত সুফলভোগী নির্বাচন করা যাবে। উভয় ক্ষেত্রে সুফলভোগীদেরকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ, রেজিষ্টার এবং আনুষাঙ্গিক দলিলাদি লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন- উৎপাদিত পন্যের রেকর্ড বুক, বিনিয়োগ রেজিষ্টার ও আয়ের রেজিষ্টার ইত্যাদি। প্রকল্পের মাঠকর্মীগনের সহায়তায় সুফলভোগীগণ সকল তথ্যাদি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবে। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর (স্বাপ্তাহিক বা মাসিক) সুফলভোগী ও মাঠকর্মী রেজিষ্টারে যথাক্রমে স্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষর করবেন। এছাড়া এলজিইডি ও প্রকল্পের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণের মতামত লিপিবদ্ধ করার জন্য সুফলভোগী একটি পরিদর্শণ খাতা সংরক্ষণ করবেন। প্রকল্পের মাঠকর্মীগণ নিয়মিতভাবে সুফলভোগীদের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন, নিবিড়ভাবে তদারকি এবং নির্ধারিত ছকে রিপোর্ট প্রদান করবেন।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন

সুফলভোগীগণ তাঁদের কার্যক্রম শুরু করার পরপরই প্রকল্পের মাঠকর্মী তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করে যাবেন। বিকল্প কার্যক্রম টেকসই করার স্বার্থে সুফলভোগীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকল্পে নিম্নে বর্নিত বিষয়সমূহের প্রতি খেয়াল রাখতে হবেঃ

- ➢ প্রাপ্ত অর্থের খাতওয়ারী সঠিক ব্যবহার;
- ➢ উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী ধাপে ধাপে কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ➢ সকল প্রকার রেজিষ্টার, আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথ সংরক্ষণ;
- ➢ বাৎসরিক লাভ হতে পরবর্তী বছরের বিনিয়োগ যথাযথ সংরক্ষণ;
- ➢ পর্যায়ক্রমে চলমান কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
- ➢ পিআরএ অনুযায়ী সুফলভোগীদের প্রারম্ভিক বৎসরের বাৎসরিক আয়কে ভিত্তি বিবেচনা করে বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জনের পরবর্তী তুলনামূলক বিবরণী সংরক্ষণ।

সুফলভোগী নির্বাচন ছকপত্র

ক্র: নং	সুফল ভোগীর নাম (এন আইডি নং সহ)	বিইউজির নাম	পিতা বা স্বামী/ স্ত্রীর নাম	বিস্তারিত ঠিকানা	বিইউজি-তে তার সদস্য ক্রমিক নং (মোবাইল নং সহ)	সুফলভোগীর চাহিদা/পছন্দের ভিত্তিতে বিকল্প কার্যক্রমের নাম	সুফলভোগী পরিবারের বর্তমান গড় মাসিক আয় (টাকা)	বর্নিত বিকল্প কার্যক্রমের বাজার ও ব্যবসায়িক দিক মূল্যায়ণ (মাঠকর্মী পূরণ করবেন)

বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন ছক

- ❖ বিকল্প কার্যক্রমের নাম ঃ-
- ❖ সুফলভোগীর নাম ঃ-
- ❖ বিলব্যবহারকারী সংগঠনের নাম ঃ-
- ❖ বিস্তারিত ঠিকানা
  - ○ পিতা/স্বামীর নাম ঃ-
  - ○ সুফলভোগীর বিইউজি সদস্য আইডি নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ-
  - ○ মৎস্যজীবি আইডি নং ঃ-
  - ○ গ্রাম ঃ-
  - ○ ইউনিয়ন ঃ-
  - ○ উপজেলা ঃ-
  - ○ জেলা ঃ-
  - ○ জাতীয় পরিচয় পত্র নং ঃ-
  - ○ মোবাইল ফোন নং ঃ-

ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প কার্যক্রমের কাজ অনুযায়ী নিম্নরূপ ছকে উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে হবে।

উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ ছক

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	কাজ সম্পন্ন করার নির্ধারিত তারিখ	সুফলভোগীর স্বাক্ষর	মন্তব্য	মাঠকর্মীর (এসও-ফিস) প্রতিস্বাক্ষর

ব্যয়ের খাত

ক্রঃ নং	খাত	একক	একক দর (টাকা)	পরিমান (সংখ্যা/কেজি)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	সুফলভোগীর স্বাক্ষর	মন্তব্য	মাঠকর্মীর (এসও-ফিস) প্রতিস্বাক্ষর
মোট ব্যয় (টাকা)								

আয়ের খাত

ক্রঃ নং	তারিখ	বিক্রিত পন্য	পরিমান	মোট বিক্রয় মূল্য (টাকা)	সুফলভোগীর স্বাক্ষর	মন্তব্য	মাঠকর্মীর (এসও-ফিস) প্রতিস্বাক্ষর
মোট বাৎসরিক আয়							

অনুমিত লাভ (মোট আয়-মোট ব্যায়) =...টাকা

----------------------- ------------------------

এসএমএস (মৎস্য) উপজেলা প্রকৌশলী

------------ এফ এস (মৎস্য) (ডিএসএম)

------------ সিআরএমসিই

------------ ডিপিসি

--------------- সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী

---------------- নির্বাহী প্রকৌশলী

------------ এফএলএমএস (ডিএসএম)

------------ সিআরএমএস

------------ ডিপিডি (এনআরএম)

অনুমোদিত

---------------- প্রকল্প পরিচালক

ত্রিপক্ষীয় চুক্তিনামা

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত বিল ব্যবহারকারী সংগঠন (বিইউজি) এর সদস্যদের জন্য ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টির আওতায়----------- বিলের ------------------------- বিইউজি-এর সদস্য/সদস্যা জনাব/বেগম -------------------------- পিতা/স্বামী------------------------------------- বিইউজি সদস্য আইডি নং ------------ মৎস্যজীবি আইডি নং; জাতীয় পরিচয় পত্র নং -------------------------------------- মোবাইল ফোন নং----------- ------------------গ্রাম-------------ইউনিয়ন-------------------- উপজেলা-------------- জেলা------------------------- কে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত পক্ষসমূহের মধ্যে বর্ণিত স্বাক্ষীগণের উপস্থিতি ও স্বাক্ষরে অদ্য (তারিখ) ------------ খৃষ্টাব্দ ---------সন, মোতাবেক ----------- --------(তারিখ)------ -----বাংলা সন - এ একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হল।

১ম পক্ষ
উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি
------------------উপজেলা
------------------ জেলা
(অতঃপর পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে অভিহিত হবেন।)

২য় পক্ষ
সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
----------------- বিইউজি
(অতঃপর পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে ------------- বিইউজি হিসেবে অভিহিত হবেন।)

৩য় পক্ষ
জনাব/বেগম ---------------------------
(অতঃপর পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে সুফলভোগী হিসেবে অভিহিত হবেন।

যেহেতু সুফলভোগী একজন গরীব মৎস্যজীবি এবং প্রকল্পভূক্ত বিইউজি -এর একজন সদস্য এবং যেহেতু মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে তার অথবা তার পরিবারের অন্য কোন আয়ের সংস্থান নেই এবং যেহেতু তার আবেদন ও বিকল্প কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত

হয়েছে সেহেতু প্রকল্পের ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প কার্যক্রমের আওতায় তাঁকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর আলোকে ১০,০০০ (কথায় ঃ দশ হাজার) টাকা মাত্র অর্থ সহায়তা প্রদান করা হলো।

শর্তসমূহ

১. অত্র চুক্তি স্বাক্ষরের পর উপজেলা প্রকৌশলী অর্থ বরাদ্দের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট চাহিদা পত্র দেবেন।

২. তদানুযায়ী উপজেলা প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিইউজি-এর ব্যাংক হিসাব নম্বরে সরাসরি প্রেরণ করবেন।

৩. অতঃপর বিইউজি উহার একাউন্ট হতে অর্থ উত্তোলন করে উপজেলা প্রকৌশলী/প্রকল্প প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নির্বাচিত সদস্যদের মাঝে আর্থিক সহায়তার অর্থ বিতরণ করবে।

৪. অনুমোদিত অর্থ সহায়তা এক কিস্তিতে প্রদান করা হবে।

৫. সুফলভোগী তার অনুমোদিত পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং প্রাপ্ত অর্থ সহায়তা নির্ধারিত খাত অনুসরণ পূর্বক সঠিকভাবে ব্যয় করবেন।

৬. সুফলভোগীর অনুকূলে প্রদত্ত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষের তত্বাবধান ও অনুমোদন স্বাপেক্ষে সুফলভোগী ব্যয় করবেন এবং নিজ দায়িত্বে এর যথাযথ হিসাব সংরক্ষন করবেন।

৭. সুফলভোগী প্রয়োজনে নিজস্ব বিনিয়োগ করে কার্যক্রমের পরিসর বাড়াতে পারবেন।

৮. সুফলভোগী বিইউজি-এর আওতাভূক্ত থেকে এবং সংগঠনের সদস্য হিসেবে বিকল্প কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন।

৯. তিন (০৩) বছর মেয়াদান্তে তাঁর বিপরীতে বিনিয়োগকৃত ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা সুফলভোগী বিইউজি-কে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবেন। তবে কোন সুফলভোগী ইচ্ছে করলে মেয়াদ পুর্তির পূর্বেও বিইউজিকে টাকা ফেরৎ প্রদান করতে পারবেন।

১০. বিইউজি উক্ত অর্থ সহায়তার উপর কোনরূপ সুদ আরোপ করতে পারবে না।

১১. বিইউজি উক্ত অর্থ পূণরায় অপর একজন সদস্য-কে বিকল্প কার্যক্রমের আওতায় অর্থ সহায়তা প্রদান করতে পারবে অথবা দলগতভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সাধারণ ঘূর্ণায়মান তহবিলে (Revolving Fund) জমা রাখতে পারবে।

১২. প্রকল্প সমাপ্তির শেষ বৎসরে অথবা সংগঠনের বিলোপ সাধন ঘটলে উক্ত অর্থ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের তদারকিতে সকল সদস্যদের মাঝে সমভাবে বন্টন করা হবে।

১৩. সুফলভোগীগণ অর্থ সহায়তা বিষয়ক প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ, রেজিষ্টার এবং আনুষাঙ্গিক দলিলাদি লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করে যাবেন এবং সকল রেজিষ্টার এবং দলিলাদিতে সুফলভোগী ও প্রকল্প মাঠকর্মী যথাক্রমে স্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষর করবেন। বর্নিত রেজিষ্টারসমূহ প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হবে।

১৪. প্রকল্প এবং বিইউজি-এর চাহিদা মোতাবেক সুফলভোগীগণ তাদের কার্যক্রমের সকল হিসাব নিকাশ দেখাতে বাধ্য থাকবেন।

১৫. সুফলভোগী নীতিগতভাবে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে নিজে বেআইনীভাবে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকবেন এবং অপরকেও অনুরূপ কাজ করা থেকে বিরত রাখবেন।

১৬. প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অনুরূপ কোন পরিস্থিতি অথবা সুফলভোগীর মৃত্যুজনিত কারনে তার অর্থ উপার্জন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা বন্ধ হলে প্রকল্প ও বিইউজি কর্তৃক যৌথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে অর্থ সহায়তার পূর্ণ বা আংশিক রেয়াত দেওয়া যাবে।

১৭. কোন কারণে বিইউজি সুফলভোগীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সুফলভোগীকে প্রদানে ব্যর্থ হলে নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক ছাড়কৃত উক্ত অর্থ প্রকল্পের অনুকূলে বিইউজি ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে।

১৮. সুফলভোগী তার জন্য প্রযোজ্য কোন শর্ত লংঘন করলে প্রকল্প বা বিইউজি প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

১৯. অনুরূপভাবে বিইউজি-এর জন্য প্রযোজ্য কোন শর্ত বিইউজি কর্তৃক লংঘিত হলে প্রকল্পের পক্ষে উপজেলা প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

২০. সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি এবং অন্যান্য পরিদর্শক দলকে সুফলভোগী তাঁর উৎপাদিত পণ্য দেখাতে এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ে নীতিগতভাবে সম্মত থাকবেন।

বর্ণিত শর্তাদি জেনে, বুঝে এবং সজ্ঞানে আমরা বর্ণিত পক্ষত্রয় নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) জন স্বাক্ষীর উপস্থিতি ও স্বাক্ষরে অত্র চুক্তিনামা স্বাক্ষর করলাম।

১ম পক্ষ (প্রকল্পের পক্ষে)
উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি
------------------ উপজেলা
------------------জেলা

____
স্বাক্ষর ও তারিখ

২য় পক্ষ (বিইউজির পক্ষে)
সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
----------------- বিইউজি

স্বাক্ষর ও তারিখ

৩য় পক্ষ
সুফলভোগী
জনাব/বেগম ---------------------------

স্বাক্ষর ও তারিখ

স্বাক্ষীগণ

স্বাক্ষীগণ	পদ ও বিস্তারিত ঠিকানা	স্বাক্ষর ও তারিখ
১ম স্বাক্ষী (বিইউজি-এর কোষাধ্যক্ষ/সদস্য) নামঃ-		
২য় স্বাক্ষী (প্রকল্প/এলজিইডি-এর প্রতিনিধি) নামঃ-		
৩য় স্বাক্ষী (সুফলভোগীর ওয়ারিশান) নাম ঃ-		